যুগান্তর

তারিখ 07 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

পবিপ্রবি'র সাবেক ভিসি ড. সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

এ মাসেই তদন্তে আসছে ইউজিসি'র টিম

আকতার ফারুক শাহিন, বরিশাল ব্যুরো

দায়িত্ব পালনের ৪ বছরে বেপরোয়া অনিয়ম-দুর্নীতি এবং আইনবহির্ভূত নিয়োগের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) সদ্য সাবেক উপাচার্য ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের বিরুদ্ধে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ করে গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর পুরনো কর্মস্থল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর বেরিয়ে আসে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। চলতি মাসেই অভিযোগ তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে এ কমিটি।

বিদেশ ভ্রমণের নামে বেআইনি ব্যয় : উপাচার্য থাকাকালে গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক সেমিনারে যোগ দিতে ডেনমার্কে যান ড. সাখাওয়াত। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন অর্থ নেয়া যাবে না (আয়োজকরা খরচ বহন করবে) উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে অনুমতি ও ছুটি দেয়। সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সফর করে এসে অতিরিক্ত খরচ (বিমান ভাড়া) এবং জরুরি যোগাযোগের নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬৮ হাজার ৬৯২ টাকা নেন সাবেক এ উপাচার্য। ৪ বছরের মেয়াদে ৫/৬ বার বিদেশ সফরকালে প্রতিবারই ঘটে এমন ঘটনা। কেবল বিদেশ ভ্রমণই নয়, দেশে অবস্থানকালেও ভ্রমণের নামে লাখ লাখ টাকা তুলে আত্মসাৎ করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, মাসের অধিকাংশ সময় পটুয়াখালীর বাইরে অবস্থান করতেন ড. সাখাওয়াত। ৬ থেকে ৭ বার যেতেন ঢাকায়। ৮ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে লঞ্চের ভিআইপি কেবিনে যাওয়া আসা এবং অন্যান্য মিলিয়ে প্রতিবার ভ্রমণে গড়ে ৩০ হাজার টাকা করে নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগার থেকে। সর্বশেষ গত বছরের ৪ ডিসেম্বর এরকম ভ্রমণের বিল বাবদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩০ হাজার ৬৪০ টাকা নেন

অভিযোগ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

অভিযোগ : কোটি টাকার দুর্নীতির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তিনি। অথচ চাকরিবিধি অনুযায়ী যাতায়াত ভাতার ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৩ হাজার ২০০ টাকা এবং দৈনিক ভাতার ১ হাজার ৩০০ টাকাসহ প্রতিবার ভ্রমণে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকার বেশি নেয়ার এখতিয়ার তার ছিল না। এ হিসেবে দায়িত্ব পালনের ৪ বছরে তিনি বেআইনিভাবে নিয়েছেন কোটি টাকারও বেশি।

বাড়ি ভাড়ায় বাহাদুরি, চিকিৎসা ভাতায় অনিয়ম : ২০০৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দুই দফায় প্রায় ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে উপাচার্যের বাসভবনের আধুনিকায়ন করান ড. সাখাওয়াত। এ বাড়িতে থেকেছেনও তিনি। কিন্তু কাগজে-কলমে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এখানে চাকরিকালে তার মূল বেতন ছিল ৪০ হাজার টাকা। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া ১৪ হাজার, রেন্ট ৩ হাজার ও চিকিৎসাভাতাসহ অন্যান্য মিলিয়ে দাঁড়াতো ৬৩ হাজার ৭০০ টাকা। নিয়মানুযায়ী বাসভবনের ভাড়া ৫ ও সংক্রান্ত মোট ১৭ হাজার টাকা সরকারকে দিয়ে বাকি টাকা বেতন নেয়ার কথা তার। কিন্তু বাসভবনে থেকেও কখনোই বাড়ি ভাড়ার এ টাকা পরিশোধ করেননি তিনি। দায়িত্ব পালনের ৪ বছর বেতনের পুরো টাকা উত্তোলন করেছেন সাবেক এ ভিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতার বিবরণী অনুযায়ী কোন মাসে এক টাকাও সরকারকে দেয়া হয়নি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে নতুন ধরনের জালিয়াতি করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ক্যাম্পাসে অবস্থানকালে ভিসির বাসভবনে থাকলেও ওই দিনগুলোতে বাসভবনকে তিনি দেখিয়েছেন গেস্টহাউস হিসেবে। আর গেস্ট হাউসের ভাড়া বাবদ পরিশোধ করেছেন দৈনিক মাত্র ১০০ টাকা। এ হিসেবে ৪ বছরে তিনি লোপাট করেছেন বিপুল অঙ্কের অর্থ। গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে চোখের অস্ত্রোপচার করান ড. সাখাওয়াত। এ সময় চিকিৎসায় ব্যয় হয় ৩০ হাজার ৪৯২ টাকা। নিয়মানুযায়ী এ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ার কথা না থাকলেও বিদায় নেয়ার আগে ১০২৯০১৮নং চেকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কোষাগার থেকে তা নেন এ ব্যক্তি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, চিকিৎসা ভাতা বাবদ মাসে ৭০০ টাকা করে নিতেন তিনি। এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদাভাবে টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ কেবল এ ৩১ হাজারই নয় ৪ বছরে এভাবে চিকিৎসার নামে অনেক লাখ টাকা নিয়েছেন তিনি।

ব্যক্তিগত সংগঠনে চাঁদা, নিয়োগে দুর্নীতি : বাংলাদেশের পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিদের সংগঠন 'বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ'। পদাধিকার বলে বিগত ৪ বছর এ পরিষদের সদস্য ছিলেন ড. সাখাওয়াত। সদস্য হিসেবে সংগঠনকে নিয়মিত চাঁদা দিতে হয় সব ভিসিকে। দায়িত্বে থাকাকালে তিনিও দিয়েছেন। তবে তা নিজের নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা। গত বছরের ডিসেম্বরে দায়িত্ব ছাড়ার মাত্র কয়েকদিন আগেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্যু করানো ১০১৭৯৯২নং চেকের মাধ্যমে পরিষদকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দেন ড. সাখাওয়াত। দায়িত্ব পালনকালে এভাবে মোট ৭ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা চাঁদা দেয়া হয়েছে পরিষদকে। বার্ষিক অডিটে বিষয়টি ধরা পড়ার পর এ ব্যাংকে বেআইনি আর্থিক ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে অডিট টিম। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক নিয়োগের অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিল আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ এলাকার লোকজন। বিষয়টি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও হয়। সর্বশেষ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর দায়িত্ব ছাড়ার আগ মুহূর্তে পেছনের তারিখ দিয়ে বহুজনকে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলেও বলছেন অনেকে।

দুর্নীতি তদন্তে কমিটি : এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ এবং নামে বেনামে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি। এ কমিটির প্রধান কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খান। অন্য দুজন হলেন আরেক সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন এবং কমিশনের উপ-সচিব ফেরদৌস জামান। ফেরদৌস জামান বলেন, '২৪ ডিসেম্বর কমিটি গঠন করা হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যেই আমরা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।'

ড. সাখাওয়াত যা বললেন : জানতে চাইলে ড. সাখাওয়াত বলেন, ডেনমার্কে সেমিনারের পাশাপাশি হল্যান্ড, ভিয়েনা এবং সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতায়াত ও যোগাযোগে বাড়তি ব্যয় হয়েছে। সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেয়া হয়েছে। এতে কোন অনিয়ম হয়নি। চিকিৎসা ভাতা নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত অর্থ কেন নিলেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। অন্যান্য অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কোন অনিয়ম-দুর্নীতি করিনি। নিয়মতান্ত্রিকভাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ করেছি। আমার দায়িত্ব পালনকালে ক্যাম্পাসে অশান্তি কিংবা মারা-মারির কোন ঘটনা ঘটেনি। একদিনও ক্যাম্পাস বন্ধ থাকেনি। একটি কুচক্রী মহল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা রটাচ্ছে। সুষ্ঠু তদন্তেই সব বেরিয়ে আসবে।